জাল সনদ, ভুয়া নিয়োগসহ বিস্তর আর্থিক অনিয়ম

এম এইচ রবিন
০২ মার্চ ২০২৬, ১২:০০ এএম

মানুষ গড়ার স্বপ্ন বোনা হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। যেখানে পাঠ্যবইয়ের অক্ষর ছাড়াও দেওয়া হয় সততা, শৃঙ্খলা আর নৈতিকতার পাঠ। সেই শিক্ষালয় যদি নিজেই অনিয়মের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়ে, তবে সমাজ কোন আয়নায় নিজের ভবিষ্যৎ দেখবে? শিক্ষক নিয়োগের মতো সংবেদনশীল প্রক্রিয়ায় যদি জালিয়াতি ও দুর্নীতির ছায়া পড়ে, তবে শিক্ষার্থীরা কাদের কাছ থেকে আদর্শ শিখবে- এই প্রশ্ন এখন জনমনে।

দেশের শিক্ষা খাতে বড় ধরনের অনিয়মের চিত্র সামনে এনেছে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ)। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাটি ২০২৫ সালের ১ জুলাই থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিচালিত তদন্ত ও নিরীক্ষার ভিত্তিতে ৯৭৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন তৈরি করেছে।

ওই প্রতিবেদনে উঠে এসেছে বিস্ময়কর তথ্য। জাল ও ভুয়া সনদে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, অগ্রহণযোগ্য সনদের ভিত্তিতে চাকরি, ভুয়া নিয়োগের মাধ্যমে সরকারি বেতন-ভাতা উত্তোলন, ভ্যাট ও আয়করসংক্রান্ত অনিয়ম- সব মিলিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার এক অস্বস্তিকর প্রতিচ্ছবি।

নিরীক্ষা প্রতিবেদনে প্রায় ৮৯ কোটি ৮২ লাখ ২৫ হাজার ৬০৭ টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতের সুপারিশ করা হয়েছে। পাশাপাশি বেহাত হওয়া প্রায় ১৭৬.৫২৩ একর জমি উদ্ধারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ডিআইএর পরিচালক প্রফেসর এমএম সহিদুল ইসলাম আমাদের সময়কে জানান, প্রতিবেদনের তালিকা সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে পাঠানো হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন দুর্নীতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ‘শিক্ষক হচ্ছেন শিক্ষার্থীর রোল মডেল। নিয়োগেই যদি অনিয়ম থাকে, তাহলে তা শুধু প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়- এটি নৈতিক বিপর্যয়।’

তার মতে, শিক্ষার মানোন্নয়নের আগে নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা জরুরি। কারণ জাল সনদধারীরা শুধু সরকারি অর্থের অপচয় করছেন না; তারা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়েও ছিনিমিনি খেলছেন।

এই দুর্নীতিতে সমাজের প্রতিফল কী- জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সামিনা লুৎফা মনে করেন, এটি বৃহত্তর সামাজিক সংকটের অংশ হিসেবে দেখছেন। তার ভাষায়, ‘যখন সমাজে সাফল্যের মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায় অর্থ ও প্রভাব, তখন অনেকে শর্টকাট পথ বেছে নেয়। শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম সেই প্রবণতারই প্রতিফলন।’

তিনি মনে করেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি মানে সমাজের নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে যাওয়া। কারণ বিদ্যালয়-কলেজই মূল্যবোধ গঠনের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র।

তবে এমন কতিপয় শিক্ষকের জন্য সৎ শিক্ষকদের হতাশার কারণ বলে মনে করেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘কঠোর পরিশ্রম করে যারা বৈধভাবে নিয়োগ পান, তাদের জন্য এটি অপমানজনক। জাল সনদধারীরা শুধু আইন ভঙ্গ করেন না; তারা পুরো পেশার মর্যাদাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেন।’

এ প্রসঙ্গে রাজধানী সেগুনবাগিচা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক একেএম ওবাইদুল্লাহ্ বলেন, শিক্ষক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এনটিআইসিএর ডিজিটাল ভেরিফিকেশন ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা গেলে জাল সনদের প্রবণতা অনেকাংশে কমে আসবে। কেন্দ্রীয় ডেটাবেজ ও অনলাইন যাচাই প্রক্রিয়া এখন সময়ের দাবি।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) চেয়ারম্যান মো. আমিনুল ইসলাম জানান, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে অনলাইন আবেদন, কেন্দ্রীয় ডেটাবেজ এবং সনদ যাচাই ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে। অনিয়ম প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে সরকারি অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাই এখন প্রধান লক্ষ্য।

ডিআইএর পরিচালক প্রফেসর এমএম সহিদুল ইসলাম জানান, তাদের উদ্দেশ্য- কাউকে হেনস্তা করা নয়; বরং অনিয়ম চিহ্নিত করে শিক্ষা খাতে শুদ্ধতা ফিরিয়ে আনা। সরকারি অর্থের এক টাকাও যেন অপচয় না হয়, সেই লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ। তিনি জানান, সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিত তদারকি করা হবে।

নৈতিকতার প্রশ্নে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সামিনা লুৎফা বলেন, জাল সনদে চাকরি পাওয়া শিক্ষক যদি শ্রেণিকক্ষে নৈতিকতার পাঠ দেন, তা শিক্ষার্থীদের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে? শিক্ষা কেবল পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান নয়; এটি আচরণ, সততা ও দায়বদ্ধতার চর্চা।

তার মতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানুষ গড়ার কারিগর- এ বিশ্বাস এখনও অটুট রাখতে চায় সমাজ। এই বিশ্বাস রক্ষার দায়িত্ব এখন প্রশাসন, শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সবার। শুদ্ধতার পথে ফেরার এটাই হয়তো উপযুক্ত সময়।